যায়যায়দিন

তারিখ 30 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার নতুন নোঙর

আবু নাছের মঞ্জু নোয়াখালী

বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষের কয়েক যুগের স্বপ্ন এ অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সে স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন। জেলা শহর থেকে আট কিলোমিটার দক্ষিণে সোনাপুর-চরজব্বার সড়কের পশ্চিম পাশে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ১০০ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে লাগানো হয়েছে ১৬ হাজার বৃক্ষ।

প্রথম একাডেমিক সেশন : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৬ সালের ৬ এপ্রিল। প্রথম একাডেমিক সেশন ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স, ফার্মেসি ও এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিকাল টেকনলজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে তাদের দ্বিতীয় সেমিস্টার সম্পন্ন করে তৃতীয় সেমিস্টারের ক্লাস শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ হিসেবে মাইক্রোবায়োলজি এবং পলিমার টেকনলজি অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

একাডেমিক সিস্টেম : নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরি কমিশন একটি কারিকুলাম ও সেমিস্টার সিস্টেম অনুমোদন করেছে। একাডেমিক সিস্টেমে রয়েছে বছরে পাচ মাস করে দুটি টার্ম এবং দুই মাসের ছুটি।

মাইনর সাবজেক্ট : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলামে মাইনর বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ফাউন্ডেশন ইংলিশ, বেসিক কমপিউটার ও বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এ বিষয়গুলো সব ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। ভিসি জানান, দক্ষতা অর্জনের জন্য বর্তমানে এ ধরনের সাবজেক্ট অন্য কোনো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এসব বিষয় অধ্যয়ন করলে ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জন করবে।

ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ও কমপিউটার ল্যাব সিস্টেম : ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স, ফার্মেসি ও এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিকাল টেকনলজি এ তিনটি বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি ও কেমিকালস ল্যাব এবং কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জন্য একটি কমপিউটার ল্যাব গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ও স্বতন্ত্র একটি কমপিউটার ল্যাব রয়েছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত। ক্লাস রুমগুলোতে কমপিউটার কানেকশনসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বসানো হয়েছে। যার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা উন্নতমানের পাঠ্য অভ্যাসে অভ্যস্ত হচ্ছে।

সমৃদ্ধ লাইব্রেরি : বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার এক পাশে রয়েছে অস্থায়ী লাইব্রেরি। সব বিভাগের অত্যাবশ্যকীয় বই ও জার্নালসহ এ পর্যন্ত সংগৃহীত প্রায় তিন হাজার বই রয়েছে এ লাইব্রেরিতে

যার হাত ধরে এগিয়ে চলা : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আবুল খায়েরের নেতৃত্বে একঝাক তরুণ ও মেধাবী শিক্ষক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম। ইতিপূর্বে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে স্বল্পতম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেন। এছাড়া নিয়োগ দেয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও ডেপুটি হিসাব পরিচালককে যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং ভারপ্রাপ্ত হিসাব পরিচালক হিসেবে। বিসিআইসি থেকে অবসরপ্রাপ্ত সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস হিসেবে।

আগামীর কথা : ভিসি ড. আবুল খায়ের জানান, আগামী ১০ বছরে নোয়াখালীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো অন্তত ২০টি বিভাগ চালু করা হবে। এসব বিভাগে পড়াশোনার সুযোগ পাবে সাত হাজার শিক্ষার্থী। প্রতি বছর নভেম্বরে আয়োজন করা হবে জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রযুক্তি মেলা। এরই মধ্যে সব ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখার স্বার্থে আগামী ২০ বছর ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি ও অন্য কোনো প্রকার দলাদলি থেকে মুক্ত রাখার জন্য লিখিতভাবে অঙ্গীকার করেছে। অন্যদিকে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকেও ক্যাম্পাসটি রাজনীতিমুক্ত রাখার বিষয়ে ভিসিকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়।

সব ঠিক থাকলে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সৃচিত করবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় এক নতুন দিগন্ত।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়